بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৮-০৯/০১ | শনিবার, ০৮ রমযান, ১৪৩৮ হিজরী | ০৩/০৬/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাজেট ২০১৭-১৮: দরিদ্র দেশবাসীকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুঃসহ বোঝা বহন করতে হবে এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বাজেটের বিশাল মূল্য পরিশোধ করতে হবে

০১/০৬/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ৪ ট্রিলিয়ন টাকার বাজেট উপস্থাপন করেছে, যা রাজস্ব আদায়ে ৩৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ভ্যাটের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত 'উন্নয়ন-নির্ভর' বাজেটের নামে শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগণের পকেট থেকে অর্থ কেড়ে নেয়া হবে।

সকলের জন্য সমান ১৫% নির্মম ভ্যাট পরিকল্পনার উপর অধিক নির্ভরশীলতা এবং অর্থমন্ত্রীর কঠোর মন্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে এই পুঁজিবাদী সরকার সাধারণ মানুষের ব্যাপারে উদাসীন, কারণ এর ফলে ধনীদের মত গরীবদেরও একই হারে কর প্রদান করতে হবে। এতে একদিকে স্বল্প আয়ের মানুষদের উপর ভারী করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে তৈরী-পোষাকশিল্প ব্যবসায়ীদের জন্য হ্রাসকৃত কর্পোরেট ট্যাক্স হার (১৫ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, উৎপাদনকারীগণ কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছাড় সুবিধা ভোগ করবে, যার সুফল প্রান্তিক ক্রেতাদের নিকট কখনই পৌঁছুবে না। বাজেট উপস্থাপনকালে ধনীদের স্বপক্ষে অর্থমন্ত্রীর যুক্তি ছিল যে, ধনীদের উপর করের বোঝা কমানো হলে তারা অর্থনীতিতে অধিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে। তৈরী-পোষাকশিল্পের মালিকগণ ও উৎপাদকদের প্রতি অর্থমন্ত্রী সহানুভূতিশীল হলেও এই নিষ্ঠুর ভ্যাট পদ্ধতির কারণে স্বল্প আয়ের মানুষদের উপর মূল্যস্ফীতির যে বিরূপ প্রভাব পড়বে সেটা বিবেচনা করতে সে রাজি নয়। তার এই যুক্তি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঘৃণ্য নির্যাস "ট্রিকেল-ডাউন অর্থনীতি"র প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যাতে বলা হয়েছে যে ধনীদেরকে মোটাতাজা করলে গরীবরা তাদের উদ্বৃত্তের কিছু অংশ পাবে।

বাংলাদেশের সকল শাসকগোষ্ঠীই ক্ষমতায় এসে ধারাবাহিকভাবে ভ্যাটের হার বৃদ্ধি করেছে, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পশ্চিমা প্রভূদের সন্তুষ্টি অর্জন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই.এম.এফ), আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (আই.এফ.সি)- ইত্যাদির মতো নব্য-ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথাকথিত কার্যকর রাজস্ব আদায়ের নামে ভ্যাটের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষমতাসীনদেরকে সর্বদাই জোরালোভাবে প্ররোচিত করে থাকে। এধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের কঠোর তত্ত্বাবধানে এই সরকার ভ্যাট ও ট্যাক্সের মাধ্যমে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করছে, যাতে করে তাদের বিভিন্ন ভয়াবহ ব্যয়বহুল কিন্তু অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পসমূহের জন্য অর্থসংস্থান করা সম্ভবপর হয়।

উপনিবেশবাদী পশ্চিমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের ব্যর্থ শাসকগণ কর্তৃক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অসমতা ও ব্যর্থতা অনতিক্রম্য দূরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এই অন্যায় ও নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিরসমাপ্তি ঘটানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। ইসলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব, বিশেষকরে কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এটা জনগণকে ভ্যাট কিংবা পণ্য ও সেবা কর (জি.এস.টি) এবং আয়করের কবল থেকে মুক্ত করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, **"কর আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"** (আহ্‌মাদ)। বরং, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম তুলনাহীন এক নিজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে, যার মধ্যে রয়েছে তেল-গ্যাসের মতো গণমালিকানাধীন সম্পদ হতে প্রাপ্ত আয়সমূহ, খারাজ (ভূমির খাজনা) এবং উশর (কৃষিজ উৎপাদনের উপর ধার্যকৃত কর); আর এগুলোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক জীবনীশক্তির শ্বাসরোধ না করেই রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে। ইসলামের সামগ্রিক কর ব্যবস্থা এই ন্যায়বিরুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় যথেষ্ঠ সহনীয় এবং এটা এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে যাতে ব্যয়, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ উৎসাহিত হয়। এবং, এর পাশাপাশি খিলাফত রাষ্ট্রের মুদ্রা ব্যবস্থা হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক, যা বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা কর্তৃক সৃষ্ট মূল্যস্ফীতিকে প্রকৃতিগতভাবেই প্রতিরোধ করবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ